জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালা-২০১০

১.০ শিরোনাম ঃ এ নীতিমালা "জাতীয় যুবপুরস্কার নীতিমালা-২০১০" নামে অভিহিত হবে।

২.০ জাতীয় যুবপুরস্কার প্রদানের পটভূমি ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টিলগ্ন হতে বেকার যুবদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশিক্ষিত যুবরা সামান্য পুঁজি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রকল্প গ্রহণ করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত করছেন। প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে একদিকে নিজেরা যেমন স্বাবলম্বী হচ্ছেন তেমনি অন্যদিকে এক বা একাধিক যুবর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেকারত্ব লাঘব করাসহ জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন। অন্যদিকে যুবসংগঠকগণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যুবকর্মের মাধ্যমে জনহিতকর ও সেবামূলক কর্মকান্ডে অবদান রেখে যুবসমাজ ও যুবসংগঠনের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছেন। এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সরকার সারাদেশের সফল আত্মকর্মী এবং যুবসংগঠকদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ কয়েকজনকে নীতিমালার আলোকে নির্বাচন করে প্রতিবছর জাতীয় যুবদিবসে পুরস্কার প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৩.০ জাতীয় যুবপুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য ঃ

৩.১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সফল আত্মকর্মী যুবদের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান করা।

৩.২ প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মী হতে উদ্বুদ্ধ করা।

৩.৩ সমাজে যুব আত্মকর্মীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

৩.৪ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে সার্বিক যুব কার্যক্রম ও সমাজসেবামূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদান।

৩.৫ দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য, এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখার ক্ষেত্রে যুবগোষ্ঠির মাঝে আগ্রহ-উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা।

৩.৬ বেকারত্ব নিরসন, যুবদের মাঝে আত্মসচেতনতাবৃদ্ধি এবং জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে যুবদের সম্পৃক্তকরণে অনুপ্রাণিত করা।

৪.০ সংজ্ঞা ঃ

৪.১ যুব ঃ জাতীয় যুব নীতিমালা অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সী (যুবক ও যুবমহিলা) বাংলাদেশের নাগরিককে বুঝাবে।

৪.২ প্রশিক্ষণ ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক সকল প্রশিক্ষণকে বুঝাবে।

৪.৩ আত্মকর্মী ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ প্রচেষ্টায় স্ব-অর্থায়নে বা কোনো সরকার কিংবা কোনো অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী ব্যক্তিকে বুঝাবে।

৪.৪ যুবসংগঠক ঃ দেশের সরকারি নিবন্ধনকারী সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধনকৃত এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত যুবসংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে যিনি সার্বিক যুব কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করছেন এরূপ সক্ষম ব্যক্তিকে বুঝাবে।

৪.৫ পুরস্কার ঃ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় যুবদিবসের জন্য অনুমোদিত জাতীয় যুবপুরস্কার (চেক/পাইজবন্ড, ক্রেস্ট ও সনদপত্র)-কে বুঝাবে।

৫.০ পুরস্কারের অর্থের উৎস ঃ সরকারি মঞ্জুরি (বাংলাদেশ সরকারের তহবিল)অথবা অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

৬.০ পুরস্কারের ধরন ও প্রকৃতি ঃ

৬.১ অর্থের পরিমাণ ঃ ২০,০০০ - ৫০,০০০/- টাকার মধ্যে (সরকার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে)।

৬.২ চেক/ প্রাইজবন্ড, ক্রেস্ট ও সনদপত্র।

৭.০ পুরস্কারের সংখ্যা ঃ অনধিক ১৫(পনের)টি।

৭.১ সফল আত্মকর্মী পুরস্কার ১২টি।

৭.২ শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক পুরস্কার ৩টি (১টি মহিলা পুরস্কারসহ)।

৮.০ পুরস্কার প্রার্থীর ধরণ ঃ

৮.১ সফল আত্মকর্মী পুরস্কার ঃ সারাদেশ হতে ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকারীর জন্য ৩টি পুরস্কার এবং ৭ বিভাগ হতে ১টি করে ৭টি পুরস্কার। উপজাতি কোটায় ১টি ও নারী কোটায় ১টি পুরস্কার মোট (৩+৭+১+১)=১২টি পুরস্কার।

৮.২ শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক পুরস্কার ঃ জাতীয় পর্যায়ে সারাদেশের যুবসংগঠকদের মধ্য থেকে দুই জন পুরুষ ও একজন নারী সংগঠকসহ মোট তিনজন শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠককে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৯.০ জাতীয় পুরস্কার কমিটি ঃ

১)	মাননীয় মন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় (প্রতিনিধি যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৪)	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় (প্রতিনিধি যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৫)	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (প্রতিনিধি যুগ্ম-সচিবের নাচে নয়)	সদস্য
৬)	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (প্রতিনিধি যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৭)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (প্রতিনিধি যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৮)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (প্রতিনিধি যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৯)	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১০)	মহাপরিচালক, বিকেএসপি	সদস্য
১১)	যুবসংগঠনের দুইজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২)	যুগ্ম-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি ঃ

৯.১ জাতীয় যুবপুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রস্তাবের তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচন করা।

১০.০ কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি ঃ

১)	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সভাপতি
২)	উপ-সচিব (যুব), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩)	কৃষি অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪)	মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৭)	সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৮)	তথ্য অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯)	সমবায় অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১০)	পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১১)	পরিচালক (পরিকল্পনা), যব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১২)	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৩)	পরিচালক (দাঃবিঃ ও ঋণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৪)	যুবসংগঠনের দুইজন উপযুক্ত পতিনিধি (মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৫)	পরিচালক (বাস্তবায়ন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি ঃ

১০.১ জেলা হতে প্রাপ্ত আবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদি নীতিমালার আলোকে যাচাই-বাছাইপূর্বক সংযুক্ত ছক (পরিশিষ্ট-গ) অনুযায়ী মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

১০.২ প্রয়োজনে কমিটির সদস্য কর্তৃক আবেদনকৃত প্রার্থীদের প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা।

১০.৩ জেলা থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে জাতীয় যুবপুরস্কার কমিটির নিকট যুবপুরস্কারের প্রার্থী নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করা।

১০.৪ কমিটিতে মহিলা সদস্যের অবর্তমানে একজন উপযুক্ত মহিলা সদস্যকে কো-অপ্ট করা যাবে।

১০.৫ যাচাই-বাছাই কাজে সহায়তা করার জন্য মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন।

১০.৬ কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি জাতীয় যুবপ্রস্কারের জন্য জাতীয় যুবদিবসের ন্যূনতম ১৫দিন পূর্বে জাতীয় কমিটির নিকট পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

১০.৭ কমিটির বিবেচনায় এতদসংক্রান্ত অন্য কোন সুপারিশ (যদি থাকে)।

১১.০ জেলা মনোনয়ন কমিটি ঃ

১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৩)	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৪)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
৫)	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৬)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৭)	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	সদস্য
৮)	জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
৯)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১০)	কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর,যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদস্য
১১)	যুবসংগঠনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২)	জাতীয় যুবপুরস্কারপ্রাপ্ত একজন সফল আত্মকর্মী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৩)	উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি ঃ

১১.১ আবেদনকৃত প্রার্থীর প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করা এবং প্রস্তাবের সাথে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

১১.২ প্রার্থীর গৃহীত প্রকল্পের বিগত ০৩ (তিন) বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা।

১১.৩ জেলা পর্যায় হতে জাতায় যুবপুরস্কারের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ নীতিমালা অনুসারে যাচাই-বাছাইপূর্বক ২(দুই) জন সফল আত্মকর্মী প্রার্থী- যুবক/যুবমহিলার প্রস্তাব (সকল তথ্য ও প্রমাণসহ বাইন্ডিং করে) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা।

১১.৪ জেলা পর্যায় হতে শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত একজন পুরুষ ও একজন নারী প্রার্থীর প্রস্তাব বাইন্ডিং করে সূচিপত্রসহ (সকল তথ্য-প্রমাণ এবং নম্বরপ্রাপ্তির স্বপক্ষে প্রতিটি কর্মসূচির পাতা নম্বর উল্লেখ করে) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা।

১২.০ যুবপুরস্কার প্রদানে সফল আত্মকর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ঃ

১২.১ প্রকল্প গ্রহণকারীর অতীত ও বর্তমান ঃ

প্রার্থীর পারিবারিক অবস্থা, শিক্ষাজীবন, বেকার জীবন, প্রশিক্ষণের বিষয় ও প্রশিক্ষণকাল ইত্যাদি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে কাভাবে বেকার জীবন থেকে সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সে বিষয় বিবেচনা করতে হবে। নিজের একক প্রচেষ্টায় সফল আত্মকর্মীকে প্রাধান্য দিতে হবে।

১২.২ প্রকল্প গ্রহণকারীর বয়স ঃ

জাতীয় যুবনীতি অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সী বেকার যুবক বা যুবমহিলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন। প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪৫ বছর পর্যন্ত জাতীয় যুব পুরস্কার পাওয়ার বয়সসীমা বিবেচনা করা হবে।

১২.৩ বিভাগীয়/ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে যুব ও অন্যান্য কার্যক্রমে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি/পুরস্কার পাওয়াকে অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হবে।

১২.৪ প্রকল্পের ধরনঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে, সে সকল ট্রেডের মধ্যে যে কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর গৃহীত প্রকল্প বিবেচনাযোগ্য হবে। তবে যে ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে সে ট্রেডে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে। একাধিক বিষয়ে সমন্বিত প্রকল্পও বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

১২.৫ প্রকল্পের মেয়াদঃ

প্রশিক্ষণের পর গৃহীত প্রকল্পের মেয়াদ কমপক্ষে ০৩(তিন) বছর হতে হবে।

১২.৬ প্রকল্পের প্রাথমিক ও বর্তমান মূলধনঃ

গৃহীত প্রকল্পের প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ ও তার উৎস এবং বর্তমান মূলধন পর্যালোচনা করতে হবে। প্রকল্প গ্রহণকারী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে তা পরিশোধ হয়েছে কিনা প্রমাণপত্রসহ দেখাতে হবে।

১২.৭ বার্ষিক নিট আয় ঃ

প্রার্থীর গৃহীত প্রকল্পের মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিয়ে বার্ষিক নিট আয়ের পরিমাণ কমপক্ষে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা হতে হবে। প্রকল্পের বিগত ৩ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে (বিগত এক বছরের ব্যাংক স্টেইটমেন্ট, ক্যাশ লেজারসহ আনুষংগিক কাগজপত্র)। তবে উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে কমপক্ষে আয় ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা বিবেচনা করা যেতে পারে।

১২.৮ প্রকল্পে নিয়োজিত লোকসংখ্যা ঃ

প্রার্থীর গৃহীত প্রকল্পে কতজন বেকার যুবক ও যুবমহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা বিবেচনায় আনতে হবে। তার প্রকল্পে পরিবারের কতজন সদস্য কর্মরত আছেন এবং কতজন মজুরিভিত্তিক কর্মচারী আছেন তাও বিবেচনায় আনতে হবে।

১২.৯ সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণকারীর অবদানের ক্ষেত্র ঃ

যুবনেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা, জীবন দক্ষতামূলক কার্যক্রম, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানে নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় সরকারের সাথে আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন কর্মকান্ড, ধূমপান ও মাদকবিরোধী অভিযান, সন্ত্রাস ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, এসটিডি/এইডস, স্যানিটেশন, বায়োগ্যাস প্রকল্প, সৌরচুল্লি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অংশগ্রহণে প্রার্থীর ভূমিকা, এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ, বহুবিববাহ ও যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে প্রার্থীর ভূমিকা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকতে হবে।

১৩.০ যুবপুরস্কার প্রদানে যুবসংগঠক নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় ঃ

১৩.১ যবসংগঠকের বয়স ১৮ থেকে তদূর্ধ্ব (সংগঠকের ক্ষেত্রে বয়সের সুনির্দিষ্ট গন্ডি বা সীমারেখা নেই)।

১৩.২ আবেদনকারী সংগঠকের যুবসংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ বছরের বাস্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

১৩.৩ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

১৩.৪ আবেদনকারীর নিজ সংগঠনের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা।

১৩.৫ যুবসংগঠক হিসেবে দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কা কা অবদান রেখেছেন তার তথ্য ও প্রমাণভিত্তিক বিবরণ :
যুবনেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা, জীবন দক্ষতামূলক কার্যক্রম, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানে নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় সরকারের সাথে আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন কর্মকান্ড, ধূমপান ও মাদকবিরোধী অভিযান, সন্ত্রাস ও অন্যান্য সমাজবিরোধী প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, এসটিডি/এইডস, স্যানিটেশন, বায়োগ্যাস প্রকল্প, সৌরচুল্লি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অংশগ্রহণে প্রার্থীর ভূমিকা, এসিড ও যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে প্রার্থীর ভূমিকা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকতে হবে।

১৩.৬ দেশীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার, নিজস্ব শ্রম ও মেধার প্রয়োগে নেতৃত্ব বিকাশকে অগ্রাধিকার দেয়া।

১৪.০ <u>সফল আত্মকর্মী নির্বাচনের শর্তাবলি</u> ঃ

১৪.১ জাতীয় যুবপুরস্কারের জন্য নির্ধারিত ছকে অর্থাৎ সফল আত্মকর্মীকে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদন করতে হবে।

১৪.২ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে।

১৪.৩ জাতীয় যুবপুরস্কারের জন্য সফল আত্মকর্মীর বয়স ১৮ - ৪৫ বছর হতে হবে।

১৪.৪ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যে কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

১৪.৫ প্রশিক্ষণের পর গৃহীত প্রকল্পের মেয়াদ আত্মকর্মীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছর হতে হবে।

১৪.৬ জেলায় প্রাপ্ত আবেদনকারীদের মধ্যে সার্বিক বিবেচনায় সফল আত্মকর্মীর আবেদন বিবেচনায় আনতে হবে।

১৪.৭ আবেদনকারীদের প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে।

১৪.৮ আবেদনপত্রের সাথে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রকল্প সম্পর্কিত সনদ দাখিল করতে হবে।

১৪.৯ কোন ঋণখেলাপী যুব আবেদন করতে পারবেন না।

১৪.১০ সফল আত্মকর্মী আবেদনকারীর অষ্টম শ্রেণী/ এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার সনদপত্র অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী বয়স বিবেচনা করা হবে।

১৪.১১ আবেদনপত্রের সাথে ০৪(চার) কপি পাসপোর্ট ও ০৩ (তিন) কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি দাখিল করতে হবে।

১৪.১২ নির্বাচিত প্রার্থীর বার্ষিক নিট আয় কমপক্ষে ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা হতে হবে । তবে উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন আয় ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বিবেচনা করা যাবে।

১৫.০ <u>শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক নির্বাচনের শর্তাবলি</u> ঃ

১৫.১ জাতীয় যুবপুরস্কারের জন্য নির্ধারিত ছকে যুবসংগঠককে (পরিশিষ্ট-খ) আবেদন করতে হবে।

১৫.২ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে।

১৫.৩ যবসংগঠকের বয়স ১৮ থেকে তদূর্ধ্ব (সংগঠকের ক্ষেত্রে বয়সের সুনির্দিষ্ট গন্ডি বা সীমারেখা নেই)।

১৫.৪ আবেদনকারী সংগঠকের যুবসংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ বছরের বাস্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

১৫.৫ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাজের সংগে সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজের সম্পৃক্ততা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

১৫.৬ জাতীয় পর্যায়ে যুব উন্নয়ন বিষয়ক ভূমিকা থাকতে হবে।

১৫.৭ আবেদনপত্রের সাথে ০৪(চার) কপি পাসপোর্ট ও ০৩ (তিন) কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি দাখিল করতে হবে।

১৬.০ পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে আবেদনপত্র আহবান ও প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ পদ্ধতি ঃ

১৬.১ জাতীয় যুবপুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত ফরমে সফল প্রশিক্ষিত যুব ও যুবসংগঠকদের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হবে।

১৬.২ আবেদনের ফরম বিনামূল্যে জেলা/উপজেলা কার্যালয় অথবা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dyd.gov.bd থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

১৬.৩ সফল আত্মকর্মী যুব ও যুবসংগঠক এর আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রতি বছর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

১৬.৪ আবেদনপত্রের সাথে প্রার্থীর ০৪(চার) কপি পাসপোর্ট সাইজ এবং ০৩(তিন) কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

১৬.৫ জেলা কার্যালয়ের প্রাপ্ত আবেদনপত্রের প্রাথমিক তালিকা তৈরী করে তা যাচাই-বাছাই করার জন্য জেলা মনোনয়ন কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

১৬.৬ জেলা মনোনয়ন কমিটি জাতীয় যুবপুরস্কার প্রদানের জন্য দুইজন সফল আত্মকর্মী , একজন উপযুক্ত পুরুষ ও একজন নারী সংগঠকের প্রস্তাব (সকল তথ্য-প্রমাণ ও জীবন বৃত্তান্তসহ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

১৬.৭ নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যাপারে জেলা মনোনয়ন কমিটির সুপারিশ সম্বলিত সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

১৭.০ আবেদনের ফরম ঃ

ক.	সফল আত্মকর্মীর আবেদন ফরম-	পরিশিষ্ট-ক
খ.	যুবসংগঠকের আবেদন ফরম-	পরিশিষ্ট-খ
গ.	সফল আত্মকর্মীর মূল্যায়ন ছক-	পরিশিষ্ট-গ
ঘ.	যুবসংগঠকের মূল্যায়ন ছক-	পরিশিষ্ট-ঘ

পরিশিষ্ট-ক

জাতীয় যুবপুরস্কারের আবেদন ফরম
(সফল আত্মকর্মী)

৪ কপি পাসপোর্ট সাইজ ও ৩ কপি স্ট্যাম্প সাইজের ছবি

০১।	আবেদনকারীর নাম	ঃ
০২।	পিতা/স্বামীর নাম	ঃ
০৩।	মাতার নাম	ঃ
০৪।	বর্তমান ঠিকানা	ঃ
০৫।	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
০৬।	জন্ম তারিখ ও বয়স (জাতীয় পরিচয়পত্র/এসএসসি সনদ অনুযায়ী)	ঃ
০৭।	বর্তমান বয়স (চলতি বছরের ১ জুন পর্যন্ত)	ঃ
০৮।	শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ)	ঃ
০৯।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের বিষয়, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম ও তারিখ (সনদপত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ
১০।	প্রশিক্ষণ বিষয় ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময়কাল	ঃ
১১।	পকল্পের নাম, ধরন ও প্রকল্প গ্রহণ / শুরুর তারিখ	ঃ
১২।	প্রকল্পের বর্তমান মেয়াদ (চলতি বছরের ১ জুন পর্যন্ত)	ঃ
১৩।	প্রকল্পের প্রাথমিক ও বর্তমান মূলধন (নিজস্ব তহবিল, ঋণ গ্রহণ করে থাকলে উৎস ও পরিমাণ, পরিশোধের পরিমাণ ইত্যাদির তথ্যভিত্তিক বিবরণী ক্যাশ বহি ও লেজার বুক অনুযায়ী)।	ঃ
১৪।	পূর্ববর্তী ০৩ (তিন) বছরের প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব বিবরণীসহ (শেষ ১ বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র অনুযায়ী)	ঃ
১৫।	প্রকল্পে কর্মরত জনবলের সংখ্যা (পারিবারিক কতজন এবং মজুরিভিত্তিক কতজন)	ঃ
১৬।	প্রকল্পের বর্তমান সম্পদের পরিমাণ (জমি/পুকুর এর পরিমাণ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদের তথ্যভিত্তিক বিবরণ উল্লেখ থাকতে হবে)	ঃ
১৭।	আবেদনকারীর সাফল্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (আত্মকর্মসংস্থানে সফল যুবর সাফল্য কাহিনী অনধিক ২০০ শব্দ)	ঃ
১৮।	যুব উন্নয়ন বিষয়ক অন্যান্য কর্মসূচিতে তার অবদান (যুবনেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা, জীবন দক্ষতামূলক কার্যক্রম, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানে নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় সরকারের সাথে আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন কর্মকান্ড, ধুমপান ও মাদকবিরোধী অভিযান, সন্ত্রাস ও অন্যান্য সমাজবিরোধী প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, এসটিডি/এইডস, স্যানিটেশন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অংশগ্রহণে প্রার্থীর ভূমিকা, এসিড ও যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে প্রার্থীর ভূমিকা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকা-সহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকতে হবে।	ঃ

বি ঃ দ্র ঃ- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাগজে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা যাবে।

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
(সীল)

পরিশিষ্ট-খ

জাতীয় যুবপুরস্কারের আবেদন ফরম
(যুবসংগঠক)

৪ কপি পাসপোর্ট সাইজ ও ৩ কপি স্ট্যাম্প সাইজের ছবি

০১।	যুবসংগঠকের নাম	ঃ
০২।	পিতা/স্বামীর নাম	ঃ
০৩।	মাতার নাম	ঃ
০৪।	বর্তমান ঠিকানা	ঃ
০৫।	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
০৬।	জন্ম তারিখ ও বয়স (জাতীয় পরিচয়পত্র/এসএসসি সনদ অনুসারে)	ঃ
০৭।	বর্তমান বয়স (চলতি বছরের ১ জুন পর্যন্ত)	ঃ
০৮।	শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ)	ঃ
০৯।	পেশা	ঃ
১০।	যুবসংগঠনের নাম ও প্রতিষ্ঠার তারিখ/ বর্ষ	ঃ
১১।	যুবসংগঠনের বর্তমান মেয়াদ (চলতি বছরের ১ জুন পর্যন্ত)	ঃ
১২।	যুবসংগঠনে সম্পৃক্ত হওয়ার সময় এবং সংগঠনে তার পদবী	ঃ
১৩।	প্রতিষ্ঠাকালে যুবসংগঠনের ঠিকানা এবং বর্তমান ঠিকানা	ঃ
১৪।	ক) সংগঠনের সরকারি নিবন্ধন নম্বর	ঃ
	খ) নিবন্ধনকারীর সংস্থার নাম	ঃ
	গ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত নম্বর	
১৫।	আবেদনকারীর সাফল্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (অনধিক ২০০ শব্দের মধ্যে)	ঃ
১৬।	০১ জুলাই তারিখ হতে বিগত ১০(দশ) বছরের সার্বিক যুব উন্নয়ন কর্মকান্ডে অবদানের বিবরণ	ঃ
১৭।	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান/উদ্যোগ	ঃ
১৮।	স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি তার মাধ্যমে কাভাবে উপকৃত হয়েছে, যুব সংগঠনটি চলমান রাখার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা কা ছিল (সুনির্দিষ্ট বর্ণনা)	ঃ
১৯।	যুবসংগঠন থেকে তিনি মাসিক কোন বেতন/সম্মানী/লভ্যাংশ/শেয়ার গ্রহণ করেন কিনা, করে থাকলে তার বিবরণ	ঃ
২০।	আবেদনকারীর সংগঠনের কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় সমাজ কাভাবে উপকৃত হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ	ঃ
২১।	জাতীয়/বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে আবেদনকারী তার সফলতার জন্য ইতোপূর্বে কোন পুরস্কার/সনদ পেয়েছেন কিনা (পেয়ে থাকলে তার বিবরণ)	ঃ
২২।	আবেদনকারীর সংগঠনটি এনজিও ব্যুরো থেকে নিবন্ধনকৃত কিনা এবং বিদেশি কোন অনুদান পেয়েছে কিনা (পেয়ে থাকলে তার বিবরণ, বর্ষ, পরিমাণ এবং কার্যক্রম)	ঃ
২৩।	অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে)	

বি ঃ দ্র ঃ- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাগজে বিস্তারিত তথ্য/আলোকচিত্র/সনদপত্র/ পত্রিকার কাটিং ইত্যাদি প্রদান করা যাবে।

তারিখঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
(সীল)

পরিশিষ্ট "গ"

জাতীয় যুবপুরস্কার (আত্মকর্মী)

নম্বর বণ্টন পদ্ধতি

০১. মেয়াদ ঃ প্রকল্পের মেয়াদ প্রথম ৩ বছরের জন্য ১ নম্বর এবং অতিরিক্ত প্রতি বছরের জন্য-১ নম্বর এবং সর্বোচ্চ ১০ নম্বর।

০২. বর্তমান মূলধন ঃ প্রতি ৫০ হাজার টাকার জন্য ১ নম্বর এবং সর্বোচ্চ ৫ নম্বর।

০৩. নিট আয় ঃ বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকার জন্য ১ নম্বর এবং অতিরিক্ত প্রতি ৫০ হাজার টাকার জন্য ১ নম্বর। সর্বোচ্চ ৫ নম্বর। উপজাতীয়দের জন্য বাৎসরিক ১(এক) লক্ষ টাকার জন্য ১ এবং অতিরিক্ত প্রতি ২৫ হাজার টাকার জন্য ১ নম্বর। সর্বোচ্চ ৫ নম্বর।

০৪. জনবল (প্রকল্পে কর্মরত) ঃ প্রতি ২ জনের জন্য ১ নম্বর এবং সর্বোচ্চ ৫ নম্বর।

০৫. সামাজিক কর্মকান্ডে ইতিবাচক অবদান (সুস্পষ্ট তথ্য ও প্রমাণাদিসহ) এক্ষেত্রে প্রতি দুটি কর্মকান্ডে অবদানের জন্য ১ নম্বর এবং সর্বোচ্চ ৫ নম্বর।

০৬. জাতীয়/বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে যুব ও অন্যান্য কার্যক্রমে সরকার স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রতিটির জন্য ১ নম্বর।

০৭. আত্মকর্মী সৃষ্টিতে অবদানের জন্য সর্বোচ্চ ২ নম্বর।

সফল আত্মকর্মী মূল্যায়ন ছক

প্রশিক্ষণ গ্রহণের তারিখ	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্প মেয়াদের ওপর প্রাপ্ত নম্বর	প্রকল্পের প্রাথমিক মূলধন	প্রকল্পের বর্তমান মূলধন	বর্তমান মূলধনের ওপর প্রাপ্ত নম্বর	প্রকল্পের বার্ষিক নিট আয়	বার্ষিক নিট আয়ের ওপর প্রাপ্ত নম্বর	প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা	জনবলের জন্য প্রাপ্ত নম্বর	সামাজিক কর্মকান্ডে অবদান তথ্য ও চিত্র প্রমাণাদিসহ (যদি থাকে)	অবদানের জন্য প্রাপ্ত নম্বর	আত্মকর্মী সৃষ্টিতে অবদাানের জন্য	মোট প্রাপ্ত নম্বর (৪+৭+৯+১১+১৩)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	

পরিশিষ্ট "ঘ"

জাতীয় যুবপুরস্কার (যুবসংগঠক)

নম্বর বণ্টন পদ্ধতি

০১। যুবসংগঠন পরিচালনায় ঃ

ক) সংগঠক হিসেবে যুবসংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে ১০ বছর পূর্তির জন্য ১ নম্বর।

খ) যুবসংগঠন পরিচালনায় অতিরিক্ত প্রতি বছরের জন্য ১ নম্বর।

০২। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমে অবদান (স্বেচ্ছাসেবাসহ) ঃ

ক) বেকারত দূরীকরণে যুবদের উদ্বদ্ধকরণ সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রমের জন্য ২ নম্বর।

খ) যুবনেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা, জীবন দক্ষতামূলক কার্যক্রম, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানে নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবন, প্রাকৃতি সম্পদের সদ্ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় সরকারের সাথে আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন কর্মকান্ড, ধমপান ও মাদকবিরোধী অভিযান, সন্ত্রাস ও অন্যান্য সমাজবিরোধী প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, এসটিডি/এইডস, স্যানিটেশন, বায়োগ্যাস প্রকল্প, সৌরচুল্লি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অংশগ্রহণে প্রার্থীর ভূমিকা, এসিড ও যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে প্রার্থীর ভূমিকা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকতে হবে (শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠকের ক্ষেত্রে প্রতি দুটি কর্মকান্ডের অবদানের জন্য ১ নম্বর এবং সর্বোচ্চ ২০ নম্বর পর্যন্ত) ।

০৩। উল্লেখিত বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন পুরস্কার প্রাপ্তি (যদি থাকে) ১ নম্বর।

০৪। জাতীয়/বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে যুব ও অন্যান্য কার্যক্রমে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য ১নম্বর।

যুবসংগঠক মূল্যায়ন ছক

সংগঠক হিসেবে যুব সংগঠন পরিচালনায় ১০ বছর পূর্তি	যুবসংগঠন পরিচালনায় অতিরিক্ত প্রতি বছরের জন্য	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমে অবদান ক) বেকারত্ব দূরীকরণে যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম খ) সামাজিক কর্মকান্ডে অবদান	উল্লেখিত বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য অন্য কোন পুরস্কারপ্রাপ্তি (যদি থাকে)	জাতীয়/বিভাগীয়/ জেলা পর্যায়ে যুব ও অন্যান্য কার্যক্রমে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি / পুরস্কার	মোট প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭